পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে মে ১৯৮১ ইং : ২৬শে রজব, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
৩১শে মে ১৯৮১ ইং
৩৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (৩য় পারা : ৩৫ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী'	অনুবাদ : এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান কি ভঙ্গ করিবে ?'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* জুমআর খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহম্‌দ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—(৬৬)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১০
চ বিশেষ জ্ঞাতব্য :		
* শতবার্ষিকী জুবেলীর অষ্টম পর্য্যায় উপলক্ষে পবিত্র বাণী	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
* খলিফা, মুজাদ্দেদ ও নবীর আগমন (২)	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬

২৭শে মে—'খিলাফত দিবস'

কুরআন শরীফে ও সহি হাদীসে প্রতিশ্রুত "খেলাফত-আলা-মিনহাজেন-নবুওত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে ইসলাম ও আহমদীয়াত তথা মানব ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র দিন। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের পরবর্ত্তী দিবসে কুরআন ও হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রণীত 'আল-ওসিওত' পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌঃ নূরুদ্দীন (রাঃ) ও দ্বিতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত মোসলেহ মওউদ মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) বর্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হযরত ফাতেহুদ্দীন হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। এই পবিত্র দিবসটি প্রত্যেক জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালনীয়।

অনিবার্য অসুবিধা বশতঃ কোন জামাত ঠিক উক্ত তারিখে সভা না করিতে পারিলে উহার কাছাকাছি অন্য কোন দিনেও তাহা পালন করা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে মে ১৯৮১ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

তৃতীয় পারা

৩৫শ রুকু

২৫৯। তোমার নিকট কি সেই ব্যক্তির সংবাদ পৌঁছে নাই যে এই (অহংকারের) কারণে যে আল্লাহ্ তাহাকে হুকুমত দিয়াছিলেন ইব্রাহীমের সহিত তাহার রব সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল (ইহা সেই সময় হইয়াছিল) যখন ইব্রাহীম (তাহাকে) বলিয়াছিল, তিনি আমার রব যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন ; (ইহাতে) সে বলিল, আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই, (তখন) ইব্রাহীম বলিল, (যদি এরূপই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আল্লাহ্ তো সূর্যকে পূর্বদিক হইতে উদিত করেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর ; ইহাতে সেই কাফের হতবাক হইয়া গেল ; (এইরূপ হওয়ার ছিল কারণ) আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়ত দান করেন না।

২৬০। এবং (তুমি কি) সেই ব্যক্তির ন্যায় (কাহাকেও দেখিয়াছ) যে এমন এক শহরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদ সমূহ ধ্বসিয়া ভূপাতিত হইয়াগিয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কবে ইহার পুনর্বাসন করিবেন ? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত বৎসর পর্যন্ত (স্বপ্নের মধ্যে) মৃত্যু দিয়া রাখিলেন, তারপর তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন (হে আমার বান্দা !) তুমি কতকাল

(এই অবস্থায়) অতিবাহিত করিয়াছ ? উত্তরে সে বলিল, একদিন বা দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত করিয়াছি ; (তখন আল্লাহ্) (বলিলেন, ইহাও ঠিক) এবং তুমি (এই অবস্থায়) একশত বৎসরও ছিলে, (এখন) তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয়ের (সামগ্রীর) প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; ঐগুলি পঁচে নাই, এবং তুমি তোমার গর্দভের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, (এতদুভয়ের তাজা অবস্থা দেখিয়া তুমি বুঝিয়া লও যে তোমার ধারনাও একভাবে ঠিক এবং আমাদের কথাও এবং আমরা (এইরূপ এইজন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন দান করিতে পারি, এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে সংযোজিত করি, তারপর উহাদিগকে মাংসের আবরন দ্বারা ঢাকিয়া দিই, অতঃপর যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, সে বলিল, আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

২৬১। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল. হে আমার রব, তুমি আমাকে দেখাও কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কি ঈমান আন নাই ? (উত্তরে ইব্রাহীম) বলিল, হাঁ (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি) কিন্তু আপন মনের প্রশান্তির জন্য (আমি এই প্রশ্ন করিয়াছি ; তিনি বলিলেন, তুমি চারটি পাখী লও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও ; তারপর তুমি প্রত্যেক পাহাড়ের উপর উহাদের (চারটির) মধ্য হইতে এক এক অংশ (অর্থাৎ এক একটি পাখী) রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে, এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রম-শালী, প্রজ্ঞাময়। (ক্রমশঃ)

"এখন মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ'

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহায় বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুওয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী হবেন।"

(তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া, পৃঃ ২৬)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত এবং সাধু পরিচিতি।

৪৯৬। হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার সমকার, তারপর তাহারা যাহারা সন্নিহিত সময়ে হইবে।" ইমরান বলেন যে, "আমার স্মরণ নাই, তিনি (সাঃ) কি দুই বার না-তিন বার ফরমাইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি (সাঃ) অতঃপর ফরমাইলেন: "ইহাদের পর এরূপ মানুষ হইবে, যাহারা অনাহুত সাক্ষ্য দিবে, গচ্ছিত মালে হস্তক্ষেপ, তথা খিয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে। দ্বিনদারী ছাড়িবে। নজর-মানত করিয়া দিবে না। আমোদ-প্রমোদ, আরাম-আহলাদে কাটাইয়া মোটা-সোটা হইয়া যাইবে।"

['মুস্‌লিম: কিতাবুল্‌-ফাযাইল; 'বাবু ফাযলুস্‌-সাহাবাতে সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম, সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম; ২:১৬৪ পৃঃ]

৬০২। হযরত নাফেয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিতে শোনিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: 'আলে মুহাম্মদ অর্থ কি? তিনি (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন: "প্রত্যেক পরহেজগার আমার 'আল' (পরিজন-ভুক্ত)।

৬০৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি হইতে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিল। ক্রেতা ঐ ভূমি হইতে এক খড়া স্বর্ণ পাইল। ইহাতে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট যাইয়া বলিল: 'তুমি যে জমি আমার নিকট বিক্রি করিয়াছ, উহাতে এই স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই স্বর্ণে তোমার হক। কারণ আমি ত শুধু জমি খরিদ করিয়াছি। এই স্বর্ণ ক্রয় করি নাই। এজন্য ইহা দেওয়ার জন্য আসিয়াছি'। সম্পত্তি বিক্রেতা প্রত্যুত্তর করিল: 'আমি ত তোমার নিকট ভূমি এবং উহাতে যা কিছু আছে সব স্বত্বস্বামীত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এইজন্য এই স্বর্ণ ফেরত নিব না'। অবশেষে এই ঝগড়া তাহারা দুইজনে এক বুজুর্গের নিকট লইয়া উপস্থিত হইল। বুজুর্গ অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? তাহাদের একজন বলিল যে, তাহার পুত্র আছে এবং অন্য জন বলিল যে তাহার কন্যা আছে। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি সালিসী পূর্বক বলিল: তোমরা এই দুইয়ের পরস্পর বিবাহ দাও। এবং বিবাহের খর্চা এই স্বর্ণ দ্বারা নির্বাহ কর'। তাহারা এই মীমাংসায় সম্মত হইল এবং বিবাহ দ্বারা সুচরিত্রের অমূল্য আদর্শের দ্বারা রূহানী নৈকট্যের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব আত্মীয়তায়ও একে অন্যের নিকটবর্তী হইল।"

['বুখারী; 'কিতাবুল্‌ আম্বিয়া; ১:৪৯৪ পৃঃ]

৬০৪। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, কুফাবাসীরা হযরত সায়াদ বিন ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহুর বিরুদ্ধে হযরত আমীরুল মুমেনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট অভিযোগ করিল। হযরত উমর (রাযিঃ) সায়াদের পরিবর্তে হযরত ইমার (রাযিঃ)-কে কুফার প্রধান শাসক (আমীর) নিয়োগ করিলেন। কুফাবাসী তাঁহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, এ তো নামাযও ভালমত পড়াইতে পারেন না। হযরত উমর (রাযিঃ) ইমার (রাযিঃ)কেও মদিনায় আহ্বান করিলেন। কুফাবাসীর অভিযোগের বিষয় উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে ফরমাইলেন: 'আবু ইসহাক, ইহারা বলে যে, তুমি ত নামাযও ঠিকমত পড়াইতে পার না।' ইহাতে ইমার (রাযিঃ) বলিলেন: "তেমনি নামায পড়াইয়া থাকি, যেমন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পড়াইতেন। তাহাতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করি না। আমি মাগরেব ও এশার নামায পড়াইতে প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ এবং পরবর্তী দুই রাকাত হাল্কা করি।' ইহাতে হযরত উমর রাযিঃ ফরমাইলেন: আপনার সম্পর্কে আমার ধারনাও ইহাই। অতঃপর হযরত ইমারের সহিত আরো কিছু লোক সঙ্গে দিয়া অবস্থার তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা তথাকার লোকদের নিকট তাহাদের শিকাইত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহারা কুফার প্রত্যেক মসজিদে গেলেন। অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই হযরত সায়াদের (রাযিঃ) প্রশংসা করিল। অবশ্য বনি আবসে যাওয়ায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল। তাহার নাম ছিল উসামাহ বিন কিতাদাহ। সে বলিল, যখন আপনারা আমাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি সত্য সত্য ঘটনা বলিতে বাধ্য। হযরত সায়াদ (রাযিঃ) সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ এই যে, তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন না। তবে বন্টনে সাম্য ও ন্যায়পরায়নতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। বিচার-ফয়সালায় ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। হযরত সায়াদবিন ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সব কথা শোনিয়া কহিলেন: আমি এই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে তিনটি দোওয়া করিব: 'হে আমার খোদা, যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, শুধু দেখাও। যদি খ্যাতির জন্য শিকায়েত করিতে দাঁড়াইয়া থাকে, তবে তাহাকে দীর্ঘায়ু কর। তাহার দারিদ্র ও অভাব বৃদ্ধি কর। দুঃখ-বিপদ তাহাকে আবৃত করুক'। অতঃপর সর্বশক্তিমান খোদা তেমনি করিলেন। এই ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে যখন সে অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, বড় মিয়া! কেমন আছেন? তখন সে বলিত: অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। নানারূপ পরীক্ষায় নিপতিত। লোকের হাসি-বিদ্রূপের পাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমি ত হযরত সায়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বদ দোওয়া গ্রস্ত হইয়াছি'। জাবের বিন সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনার রিওয়াইতকারী বলেন: "আমি এই দুর্ভাগাকে দেখিয়াছি। বার্ধক্য বশতঃ ভ্রূগুলি বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুর উপর আসিয়া পতিত হইয়াছিল। পথে চলিবার সময় ছেলেরা তাহাকে চড়াইত, বিদ্রূপ করিত, সে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িত। তাহার অত্যন্ত দুরাবস্থা ঘটিয়াছিল।' [বুখারী কিতাবুস সালাত; বাবু ওয়াজুবুল কিরাতে লিল ইমাম; পৃঃ ১:১০৪ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

[হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"আল্লাহর অমোঘ বিধান কি ভঙ্গ করিবে ?"

"খোদাতায়ালার নবী-রসুলগণের প্রয়োজন নাই কাহারও একথা বলা অত্যন্ত অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ধারনা। ইহা ঈমানের বিলুপ্তির চিহ্ন। এবং এরূপ ধারনা পোষণকারী ব্যক্তি নিজেকেই ধোকা দেয় যখন সে এ কথা বলে যে সে কি নামাজ পড়ে না অথবা রোজা রাখে না অথবা সে কি কলেমা পড়ে না। যেহেতু সে সাচ্চা ঈমান ও সত্যিকার রুহানী স্বাদ ও প্রেরণা সম্বন্ধে বেখবর ও অনভিজ্ঞ, সেজন্য সে এরূপ কথা বলে। তাহার চিন্তা করা উচিত যে মানুষকে যদিও খোদাতায়ালাই সৃষ্টি করিয়াছেন তথাপি তিনি কিরূপে একজন মানুষকে অন্য মানুষের সৃষ্টি বা জন্মের কারণ করিয়াছেন ? সুতরাং দৈহিক ধারায় যেভাবে দৈহিক পিতা হইয়া থাকেন তেমনি রুহানী ধারায় রুহানী পিতাগণও আছেন, যাঁহাদের মাধ্যমে রুহানী সৃজন ঘটিয়া থাকে। হুশিয়ার থাক এবং নিজেকে ইসলামের শুধু জাহেরী ও বাহ্যিক রূপ বা আবরণের দ্বারা ধোকা দিও না।

এবং খোদার কালাম (পবিত্র কুরআন) গভীররূপে পাঠ করিয়া দেখ যে, উহা তোমাদের নিকট কি চায়। উহা তোমাদের নিকট সে বিষয়টিই চায় যে সম্বন্ধে সুরা ফাতেহায় তোমাদিগকে দোওয়া শিখান হইয়াছে, অর্থাৎ এই দোওয়া যে, "ইহ্‌দেনাস সিরাতাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আনয়াম্‌তা আলাইহিম"। সুতরাং খোদাতায়ালা যখন তোমাদিগকে এই তাকিদ করেন যে, পাঁচ ওক্ত এই দোওয়া কর যেন তোমরাও সেই সকল নেয়ামত পাও যেগুলি নবীগণ ও রসুলগণের নিকট রহিয়াছে, তখন তোমরা নবীগণ ও রসুলগণের মাধ্যম ব্যতিরেকে সেই নেয়ামতসমূহ কিরূপে পাইতে পার ?

সুতরাং জরুরী বলিয়া সাব্যস্ত হইল যে তোমাদিগকে একীন ও মহব্বতের মার্গে উপনীত করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালার নবীগণ যেন কিছুকাল পর পর আসিতে থাকেন, যাঁহাদের নিকট হইতে তোমরা সেই সকল নেয়ামত পাইতে থাক। এখন তোমরা কি খোদাতায়ালার মোকাবিলা করিবে এবং তাহার চিরাচরিত অমোঘ নিয়মকে ভাঙ্গিয়া দিবে ? নোৎফা (শুক্রকীট) কি বলিতে পারে যে উহা পিতার মাধ্যস্থতায় জন্মলাভ করিতে চায় নাই ? কর্ণ কি বলিতে পারে যে, বায়ুর মধ্যস্থতায় উহা শব্দ শ্রবন করিতে চায় না ? খোদাতায়ালার চিরাচরিত অমোঘ বিধানের উপরে আক্রমন চলিতে পারে ইহা অপেক্ষা অধিক নাদানি আর কি হইতে পারে ? !"

(লেকচার শিয়ালকোট পৃঃ ৩১)

অনুবাদ :— মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর

[২০শে মার্চ, ১৯৮১ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যে ধ্বংসের দিকে তাহারা দ্রুত অগ্রসরমান মানবজাতিকে উহা হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

এই দায়িত্ব এত বিরাট এবং কঠিন যে, খোদাতায়ালার ফজল সহায়ক না হইলে আমরা ইহা সুষ্ঠু ও পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে পারি না।

আমরা কেবল আমাদের প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতিতেই রূহানী অত্যুচ্চ মার্গ সমূহে উপনীত হইতে পারিব না যেখানে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান।

দোওয়া করুন আল্লাহতায়ালা যেন শুধু আমাদের তুচ্ছ কর্ম ও আমলকেই কবুল না করেন, বরং সেই সকল আমলের সঙ্গে তাহার বিশেষ ফজল ও কৃপাও শামিল করিয়া দেন, যাহাতে আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সফল হইতে পারি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, সমগ্র জগতকে ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার করা, সমগ্র জগতকে প্রীতি ও ভালবাসার সহিত, নিজের আমল ও নমুনা দ্বারা এবং কুরআন করীমের সৌন্দর্যের আকর্ষণ দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার মনোনীত ধর্ম দ্বীনে-ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করায় সাফল্যজনক ভাবে সচেষ্ট থাকা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকাতলে তাহাদিগকে একত্রিত করার দায়িত্ব একটা কোন সাধারন ও সামান্য বিষয় নয়। ইহার জন্য উক্ত আয়াতে যেমন বলা হইয়াছে সেই অনুযায়ী বহুল তৌবা করিতে হইবে, খোদাতায়ালার মাগফিরাত কামনা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য ঈমান পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা লাভ করিতে হইবে। একটি ঈমান তো এই যে উহার সূচনা হইয়া থাকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা। আর এক হইল সেই ঈমান, যাহার ব্যাপক পরিধিকে মানব-মস্তিষ্ক জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে গভীর চিন্তা ভাবনা এবং আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও তাঁহার রহমতের দ্বারা আয়ত্ত ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। প্রথম দিন তাহার কিছুই জানা থাকে না যে, ঈমান বলিতে কি জিনিস বুঝায়। পূর্বেও বলিয়াছি যে, প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমান আমাদের প্রত্যেকেরই সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতা এবং কর্মের উপর পরিব্যাপ্ত এবং সকলকেই পরিবাষ্টন করিয়া আছে, এবং উহা নির্দেশ দান করে যে, ইহা কর, বা উহা করিও না। ঐ সব কিছু পালন করার পর আমাদের

পছন্দনীয় ও মকবুল আমল সমূহ বিদ্যমান থাকা সত্বেও (পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য) আরও কিছু একটার প্রয়োজন থাকিয়া যায় এবং সেইটি হইল 'ওয়া ইয়াযীহুম মিন ফাজলেহি" (—"তিনি তাহাদিগকে তাহার ফজল বা বিশেষ কৃপা হইতে অধিকতর দান করেন")। উক্ত ফজলের ফলশ্রুতিতে মকবুল আমল সমূহের উপরে অতিরিক্ত যাহা তিনি দান করেন উহা 'রাহীমিয়ত'-এর জলওয়া নহে। আল্লাহ্‌তায়ালার রাহীমিয়তের গুণ তো স্বীয় ভূমিকা পালন করিতেছে "ওয়া ইয়াসতাজীবুল লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালাহাতে"-এর আওতারমধ্যে। উহা ঈমান ও আমলের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ত্রুটি সমূহ দূর করিয়া দেয় কিন্তু শুধু রাহীময়তের জলওয়া তো আমাদিগকে সেই স্তরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না যে স্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা চান আমরা পৌঁছি। সেইজন্য রহমান খোদা যিনি আমাদের সৃষ্টির সময়ে আমাদের কোন কর্ম-প্রয়াস ব্যতিরেকেই আমাদিগকে অনেক কিছু (অযাচিত রূপে) দান করিয়াছেন এত দান করিয়াছেন যাহা আমরা গণনা করিতেও অক্ষম—আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, সেই 'রহমান' খোদার দ্বারস্থ হও এবং উহাতে কষাঘাত কর এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহা লাভ কর যাহা তোমাদের মকবুল আমলেরও উর্ধতন বিশেষ কিছু। কেননা শুধু মকবুল বা গ্রাহ্য আমল সমূহই যথেষ্ট নয়। সেই মার্গে উপনীত হইয়াই তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সমূহ সম্পাদনে সফলকাম হইতে পারিবে।

এখন অধুনা জগতের দিকে তাকাইলে আপনারা অনায়াসে দেখিতে পান যে উহা ধ্বংসের দিকে ধাবমান। একটি দৃষ্টান্ত দেতেছি। আজিকার দুনিয়া নিজেকে সুসভ্য বলে এবং এই সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হইল এই যে, এই সভ্য জগত হরতাল বা ষ্ট্রাইক করে অর্থাৎ কাম-কাজ ছাড়িয়া বসিয়া যায়। এবং আমার ধারনা,—আর আমার বিশ্বাস যে, আমার এই ধারনা ভুল নয় যে, তাহারা বার্ষিক নিজেদের অর্বুদ-অর্বুদ টাকার ক্ষতি করে। এই তো হইল সভ্য জগত। একটি দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা অনুমান করিয়া লউন যে, একবার ইংলণ্ডের একটি শিল্প শহরে সতের মিনিটের জন্য বিদ্যুত-বেঘাত ঘটিল—মাত্র সতের মিনিটের জন্য বিদ্যুত বন্ধ থাকে। সমস্ত ইংল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলি চেঁচাইয়া উঠে, যেমন কাক হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠে ঠিক যেন তেমনি ধারায়। এবং তাহাদের ঝানু অর্থবিদরা অনুমান করিয়া বলেন যে, ঐ সতের মিনিটে তাহাদের দেশের এত কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সুতরাং যখন কারখানা এক, দুই, তিন বা চার মাসের জন্য বন্ধ থাকে, তখন কত বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে। বহু বহু অর্বুদেরও উপরের মাত্রাকেও ছড়াইয়া গিয়া তাহারা ক্ষতি করে। এবং বলে যে তাহারা সভ্য। কতিপয় জীব-জন্তু সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহাদের কখনও জখম লাগিলে উহারা উহাদের ক্ষতস্থানটি হইতে নিজেদের রক্ত চুষিতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং নিজেদের রক্ত নিজেরাই চুষিতে চুষিতে মরিয়া যায়। উহারা মনে করে যে উহারা নিজেদের মঙ্গল সাধন করিতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা হইতেছে তাহাদের আত্মহত্যা। এই সভ্য জগতকে কে বুঝাইবে যদি আপনারা তাহাদিগকে এই পঙ্কিলতা হইতে বাহির হইয়া

আসার জন্য না বুঝান?

আমাদের সামান্য কিছুটা ক্ষতি হইয়াছে। তবে ঠিক ক্ষতিও বলা যায় না বরং কাজে বিলম্ব ঘটিয়াছে। আমি কর্ডোভায় স্পেন-এর মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহার পর শুধু আর্কিটেক্টের কাজ ছিল। কনট্রাক্টারের সহিত যে চুক্তি করার ছিল উহাতেও সময় লাগে। সেই চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হইল এবং ১৩ই জানুয়ারী ১৯৮১ইং উহা স্বাক্ষরিত হইল। ১২ই জানুয়ারারী হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জন্ম তারিখও ছিল। ১২ই জানুয়ারীর সহিত আরও কতিপয় বরকতপূর্ণ ঘটনাবলীর সম্বন্ধও রহিয়াছে। দুই-চার দিন পূর্বেও চুক্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারিত তথাপি কারম এলাহী জাফর সাহেব স্পেনে আমাদের মুবাল্লেগ ১২ই জানুয়ারী আরিখেই উহা সম্পাদন করা মনস্থ করিলেন এবং আমাদের ধারনা ছিল যে, উহার পর কন্ট্রেক্টারের আর এক মাস দরকার হইবে। সেখানে বিজলির কানেকশন নেওয়া, পানি নেওয়া, পানির পাইপ পরিবর্তন করা ইত্যাদি কাজের জন্য। আমরা তিন ব্যক্তির নিকট হইতে তিনটি প্লট ক্রয় করিয়াছি। প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পাইপ আসিতেছিল। সেই পাইপগুলিকে সরাইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া—এই ধরনের ছোট-খাট কাজের জন্য আমাদের ধারনা ছিল যে, এক মাস লাগিবে এবং তারপর কাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে কিন্তু স্ট্রাইক আরম্ভ হইয়া গেল। আমি বলিয়াছিলাম, আমাকে যেন প্রতি সপ্তাহে পত্র লিখা হয়। আমাকে পত্র মারফত তাহারা জানাইতে ছিলেন যে, স্ট্রাইক এখনও শেষ হয় নাই, কাজ আরম্ভ হয় নাই। ১২ই জানুয়ারী তারিখে পত্র আসিল যে, স্ট্রাইক দূর হইয়াছে এবং কন্ট্রেক্টর বলিতেছে যে, আট-দশ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করিয়া দিবে। এখন তার আসিয়াছে যে, মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

আপনারা দোওয়া করুন; আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে তওফিক দিন এবং ঐ জাতিকেও তওফিক দিন তাহারা যেন কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের ক্ষতি না করে। তাহার চুক্তিপত্রে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, দশ বা অনুর্ধ এগার মাসের মধ্যে মসজিদ এবং আবাসিক গৃহ (যাহাকে আমরা মিশন-হাউস বলি উহা) সে সম্পন্ন করিবে। ইনশাআল্লাহ্‌ তাহা তৈয়ার হইয়া যাইবে অর্থাৎ তাহাদের নিকট সেই পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণ মওজুদ রহিয়াছে।

এই যে দুই-চার সপ্তাহের বিলম্ব ঘটিল উহাতে আমার দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা অত্যন্ত সভ্যও এবং স্ট্রাইকও করে! ইহা এজন্যই ঘটে যে এই উন্নত ও সভ্য জগত নিজেদের জনসাধারণকে ইহা স্বীকার করাইতে পারে নাই যে, তাহাদের এই সভ্যতা তাহাদের হক বা অধিকার সমূহ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাহাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ সৃষ্টি করিতেছে। স্বীকার করাইতে পারে নাই বলিয়াই তাহাদিগকে ঝগড়া-বিবাদ করিতে হয় তাহাদের অধিকার আদায়ের জন্য। উহার পরিণামে অর্বুদ-অর্বুদ ডলার এবং পাউণ্ডের ক্ষতি সাধিত হইয়া চলিয়াছে সমগ্র জগত জুড়িয়া। ইংল্যাণ্ডে মোটর ড্রাইভারদের স্ট্রাইক হইলে গোটা ইংল্যাণ্ড নিরব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। মালপত্র এদিক হইতে ওদিক যায় না। তেমনি (আমাদের এখানে তো ছোট ছোট কারখানা। সেখানে এক একটি টেক্সটাইল মিলে দশ হইতে বিশ হাজার মজুর কাজ করিতেছে। দুই দুই মাস বা তারও অধিক কাল কাজ বন্ধ থাকে আর বিবাদ চলিতে থাকে। সভ্য জগতে আপনারা এই সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপে সহ্য করিয়া লইয়াছেন? যদি সত্যিকারভাবে আপনাদের মন-মস্তিষ্ক সুসংস্কৃত ও সুশিক্ষিত এবং মানবতার

এই ক্ষেত্রে হেদায়ত প্রাপ্তই হইত, তাহা হইলে তাহরা নিজেদের দেশে এত বিরাট ক্ষতি সাধন কিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে? কিন্তু ক্ষতি ঠিকই হইয়া চলিয়াছে। আমি যখনই বাহিরে সফরে যাই তখন আমি বুঝাইয়া থাকি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা মানিয়া চলিবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সহিত সংযুক্ত এই সকল বিপদ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। রুহানী ও আখলাকী (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) দিক দিয়া যে তাহাদের অবক্ষয় ঘটিয়াছে ইহা তাহারা নিজেরা স্বীকার করে, কিন্তু পার্থিব দিক হইতেও তাহারা কার্যতঃ অবক্ষয় গ্রস্থ। তাহাদের নিকট যাইয়া ইহা আপনাদিগকে বুঝাইতে হইবে। সেইজন্য আমি বহু চিন্তা করিয়াছি, এক মিনিটও আমাদের ঘুমাইবার অবকাশ নাই যদি আমরা আমাদের জিম্মাদারী ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। সুতরাং নিদ্রিত ও সজাগ হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে নত হইয়া থাক, তৌবা কর, যাহাতে 'হাসানাত' (সৎকর্ম) অপেক্ষা তোমাদের যে 'সাইয়াত' (পাপ) বাড়তি রহিয়াছে তাহা যেন তৌবার ফলে খোদাতায়ালা ক্ষমা করিয়া দেন। এবং দোওয়া কর যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার রহমত ও ফজলের দ্বারা—আমরা যে নগণ্য ও তুচ্ছ—আ'মালে সালেহাত' (সৎকর্ম) তাঁহার সমীপে পেশ করিতেছি তাহা সেই মহামহীম আল্লাহ্ 'জাল্লা জালালুহু ও আয্‌যা হস্‌মুহু'—যিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, যাঁহার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সর্বত্র বিরাজমান—তিনি যেন আমাদের ন্যায় অক্ষেয় ও অধম বান্দাদের আমল ও দোওয়া কবুল করেন। তথাপি আমরা আমাদের জন্মাদারী ও দায়িত্বাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না হে খোদা তুমি অতিরিক্ত ও অধিকতর ফজল দান কর, যাহার ওয়াদা তুমি প্রদান করিয়াছ—'ওয়া ইয়াযীদু হুম মিন ফাযলিহি।" তখনই আপনারা আপনাদের উপরে ন্যাস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সক্ষম হইবেন।

দোওয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে যথাশীঘ্র শেফা ও স্বাস্থ্য দান করেন, (কাজ তো আমি এখনও করি) যাহাতে তদোপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারি।

(আল-ফজল, ৫ই এপ্রিল ১৯৮১ইং)

অনুবাদ: মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

(১০ পৃঃ-এর পর)

ধারাও সূচিত হইয়াছে। তেমনি ছাত্রদের হক প্রদানের উদ্দেশ্যে এক বিরাট তালিমী পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হইতে শুরু করিয়াছে।

মোটকথা, কিছু কিছু কাজ সম্পন্ন হইয়াছে আর কিছু কাজ সমাধার পথে রহিয়াছে এবং কিছু ভবিষ্যতে সমাধা করিতে হইবে। আমি আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগের নিকট অত্র পয়গাম দ্বারা এই খাহেশ পোষণ করি যে, আর্থিক কুরবানীর অষ্টম ধাপে তাহারা বিগত সকল ধাপ অপেক্ষা অধিক উন্নতমানে মালি কুরবানী পেশ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ পুরস্কার ভাজন হইবেন। জাযাকুমুল্লাহ আহসনাল জাযা।

গালাবা-এ-ইসলামের এই মহান পরিকল্পনার সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে দোওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন। যেমন গোড়া হইতেই ইহার উপর জোর দিয়া আসিয়াছি, আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে সেজদাবনত থাকুন এবং দোওয়া করিয়া চলুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদিগকে কৃতকার্যতা ও সাফল্যের দ্বারা অভিসিক্ত করেন। আমীন।

—ওয়াস্‌সালাম

মীর্যা নাসের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ সালেস

অনুবাদ:—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,

সদর মুরুব্বী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া ফাণ্ডের অষ্টম পর্যায়ের সূচনা উপলক্ষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-এর বিশেষ বাণী

"শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডের অষ্টম ধাপে বিগত সকল ধাপ অপেক্ষা অধিক উচ্চমানে কুরবানী পেশ করুন। এই মহান পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য দোওয়ারও বহু প্রয়োজন রহিয়াছে।"

আহ্‌বাবে কেরাম! আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু।

১৯৭৩ সালের সালানা জলসার সময়ে আমি জামাতকে এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়াছিলাম যে, পনর বৎসর পর আমাদের জামাতী জীবনে এক শতাব্দী পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমাদিগকে যে সকল সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ইনশাআল্লাহুল-আজীজ ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য-বিস্তারের শতাব্দী আসিবে। সেইজন্য ঐ শতাব্দীর যথোপযুক্ত মর্যাদার সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থে আমাদিগকে এখন হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আমি জামাতের সামনে একটি মহান পরিকল্পনা উপস্থাপন করিয়াছিলাম যাহা 'শত বার্ষিকী জোবেলী পরিকল্পনা' নামে আখ্যাত এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটির পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যে অধিক কুরবানীর জন্য জামাতকে আহ্বান জানাইয়াছিলাম উহার নাম রাখা হইয়াছিল 'শতবার্ষিকী আহমদীয়া ফাণ্ড।' জামাত আহমদীয়ার নিবেদিত প্রাণ মুখলেসীন তাহাদের গৌরবোজ্জ্বল রীতি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষাকে সমুন্নত রাখিয়া উহাতে প্রাণ খোলা সাড়া দিয়াছিলেন, এবং এখন সেই মালী কুরবানীর অষ্টম ধাপের সূচনা ঘটিয়াছে।

আসন্ন শতাব্দীর সম্ভাষনার্থে আমাদের যে সকল কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে এবারকার মজলিশে শুরায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলাম যে, ইহা একটি মহান পরিকল্পনা, ইহার জন্য অনেক সময় ও বিরাট প্রচেষ্টা চাই, এবং তদনুযায়ী উপায়-উপকরণও। খোদাতায়ালার ইহা ফজল ও বিশেষ কৃপা এই যে কাজের গতি সন্তুষ্টিজনক। কাজ আগাইয়া চলিয়াছে। যেমন, সুইডেনে মসজিদ ও মিশন-হাউস নির্মাণ, নরওয়েতে মসজিদ ও মিসন-হাউস স্থাপন, লণ্ডনে কাসরে-সলীব (ক্রুশ-ভঙ্গ) কনফারেন্সের সাফল্যজনক অনুষ্ঠান, যাহা খ্রীষ্টান-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে এবং যদ্দারা কোটি কোটি মানুষের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছে। আগামী বৎসর আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) আরো উচ্চ পর্যায়ে দ্বিতীয় কাসরে-সলীব কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্।

বিগত বৎসর স্পেনে কর্ডোভায় সাতশত চোয়াল্লিশ বৎসর দীর্ঘ কালের বিরতির পর সর্বপ্রথম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর আমার হাতে স্থাপিত হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ্‌তায়ালা দান করিয়াছেন। ইসলামী লিটারেচার বিপুল পরিমাণে ও ব্যাপক ভিত্তিতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা আরবী 'মতন' সহ প্রকাশের কাজ জোরদারভাবে অব্যাহত রহিয়াছে'। লক্ষ লক্ষ পর্যটক প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে ইসলামের সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি দেশের ভাষায় ফোল্ডার প্রকাশের

(৯-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬৭

নিরাপত্তার মহা-প্রাচীর

এ কথা সত্য যে, যারা কোন আধ্যাত্মিক আন্দোলনে অংশ নেয় তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে হয়—কুরবানী এবং ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু এই সব দায়িত্বকে সব সময় বোঝা বলে মনে হবে এমন কোন কথা নয়। যে কৃষক তার মাথার উপর তার কষ্টার্জিত শস্যের বোঝা বহণ করে সে কি সেই শস্যের বোঝাকে বোঝা মনে করে? যে মাতা তার কাঁধে তার শিশুকে বহণ করে সে কি তার শিশুকে বোঝা মনে করে? বিশ্বাসীদের জন্যও একটি রুহানী আন্দোলনের খেদমতকে কখনই বোঝা বলে মনে হয় না। আহমদীয়া জামাতে যোগ দেওয়ার ফলে যে কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করা হয় তজ্জন্য চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে আপনি একজন সত্যিকার মুসলমান হওয়ার জন্য এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা হতে এবং তাঁর আদর্শ হতে যে বরকত এবং আশীষ সমূহ লাভ করেছেন তজ্জন্য খোদাতায়ালার প্রতি আপনার উচিৎ আরো বেশী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আরো বেশী বিনয়ী হওয়া। সর্ব প্রকার কল্যাণের জন্য আপনি তো তাঁরই কাছে সর্বতোভাবে ঋণী সে কথা আপনার স্মরণ রাখা উচিত। একজন সত্যিকার মুসলমানকে যে দায়িত্বভার বহণ করা উচিৎ সেই দায়িত্বের প্রতি সর্বাধিক মর্যাদা প্রদর্শন করতে কখনই ইতঃস্তত করবেন না।

উদাত্ত আহ্বান

আপনি হয়তো সমাজিকভাবে অনেক উঁচুতে অথবা অনেক নিচে অবস্থান করতে পারেন, আপনি একজন জননেতা হতে পারেন অথবা একজন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ হতে পারেন—আপনার জন্য দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো ইসলামের খেদমত করা এবং অন্যান্য মুসলমানদেরও এই দায়িত্ব। সুতরাং আমরা এই উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি: এই রুহানী আন্দোলনে যোগ দিন এবং সকল যোগদানকারীর জন্য নির্ধারিত আশীষপূর্ণ পুরস্কার সমূহ লাভের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন—"যে ব্যক্তি জামাত হতে দূরে থাকে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আপনি যদি একজন জননেতা হয়ে থাকেন তাহ'লে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্বিগুণ। আপনার প্রথম দায়িত্ব হলো আপনার নিজের জন্য এবং দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো আপনার অধীনস্থ লোকদের জন্য। পবিত্র রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রোমান সম্রাটকে লিখেছিলেন:

"আপনি যদি অস্বীকার করেন। তা'হলে আপনার প্রজাদের অস্বীকার জনিত পাপের বোঝা আপনাকেই বহণ করতে হবে।" সুতরাং আপনাকেও উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি:

আপনি নিজে বিশ্বাস করুন যাতে আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং অনুসারীরাও বিশ্বাস আনায়ন করতে পারে। তাদের বিশ্বাস আনায়নের ফলে এবং সেই বিশ্বাস জনিত নানাবিধ বরকত ও কল্যাণ সমূহ হতে উৎসারিত পুরস্কারের মধ্যে আপনিও অংশ গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, ধনী-দরিদ্র সকলকেই এই পৃথিবী থেকে পরকালের পথে রিক্ত হস্তে বিদায় নিতে হবে। পরকালের পথে যাত্রার প্রাক্কালে আমরা সবাই আমাদের সম্বল হিসাবে শুধু মাত্র নিজ নিজ বিশ্বাস এবং সৎকর্মের সুফল নিয়ে যাবো। তাই বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার কল্পে আহমদীয়া জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) যে ঐশী আহ্বান জানিয়েছেন সেই উদাত্ত আহ্বানের প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য সকলের নিকট এই প্রেমপূর্ণ দাওয়াত পৌঁছানো হলো। আপনারা যদি এই মহান ঐশী আহ্বানের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং 'লাব্বায়েক' বলেন তাহ'লে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে আপনারা নিশ্চয় গৃহীত হবেন, সমাদৃত হবেন। 'ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনেল আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন''

অতঃপর সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বের রব।''

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] (সমাপ্ত)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

বিশেষ জ্ঞাতব্য

লাজেমী চাঁদা পরিশোধের ইহাই শেষ মাস

এবার (১৯৮০-৮১ইং) লাজেমী চাঁদার আর্থিক বৎসর জুন মাসে শেষ হইতেছে এবং ভবিষ্যতে মে—এপ্রিল-এর পরিবর্তে জুলাই মাসে শুরু হইয়া পরবর্তী বৎসরের জুন মাসেই শেষ হইবে। তদনুযায়ী সকল উপার্জনশীল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হইতেছে, তাঁহারা যেন জুন মাসের মধ্যেই ১৯৮০-৮১ সনের সকল লাজেমী চাঁদা তাঁহাদের নির্ধারিত বাজেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ আদায়ে তৎপর হন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের হাদী ও নাসের হউন। আমীন। নিম্নে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করা হইল :

"এই ধারনা করিবে না যে, মাল তোমাদের চেষ্টায় আসে, বরং খোদাতায়ালার তরফ হইতেই আসে। এবং ইহাও মনে করিবে না যে তোমরা মালের একাংশ দান করিয়া অথবা অন্য কোন রঙে কোন খেদমত পালন করিয়া খোদাতায়ালা এবং তাঁহার প্রেরিত বান্দার উপর কোন কিছু এহ্‌সান করিয়াছ। বরং ইহা তাঁহারই এহ্‌সান যে তিনি তোমাদিগকে খেদমতের জন্য আহ্বান জানান। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যদি তোমরা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত ও সাহায্য হইতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে তিনি অন্য এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যাহারা তাঁহার খেদমত পালন করিবে।"

(তবলীগে রেসালত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৩, আল ফজল ২৯শে আগষ্ট ১৯৭৮, ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব

মানবসৃষ্টির মূলে খেলাফত ঃ

মানব সৃষ্টির সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেস্তাদিগকে জানাইলেন : "ইন্নি জায়েলুন ফিল আরযে খালীফা" (সূরা বাকারা : ৪র্থ রুকু) অর্থাৎ "আমি পৃথিবীতে খেলাফত-ব্যবস্থা কায়েম করিতে চলিয়াছি।" ফেরেস্তাদিগকে এ উদ্দেশ্যেই উহা জানান হইয়াছিল যে, তাহারা যেন খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাহাদের ভূমিকা পালনে তৎপর হয়।

ফিরিস্তাগণ অনুভব করিয়াছিলেন যে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন তখনই হয়, যখন পৃথিবীতে এরূপ লোকের সৃষ্টি হয় যাহারা বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা ও রক্তপাত ঘটায়। সেইজন্য ফেরেস্তারা প্রশ্ন করেন যে, 'হে খোদা, তুমি কি পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারী মখলুক সৃষ্টি করিবে, যাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্বে আনার জন্য খেলাফেত-ব্যবস্থা কায়েমের প্রয়োজন হইবে ?'

কুরআন মজিদ হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেস্তাদিগের ঐ উক্তিকে রদ করেন নাই, বরং তাহাদিগকে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি উদ্দেশ্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করাইয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেন : "ইন্নি আ'লামু মা লা তা'লামুন' অর্থাৎ, আদমের সৃষ্টি এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠায় নিহিত যে মহান গুণ, বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ সমূহ আমি জানি এবং প্রত্যক্ষ করিতেছি সেগুলি তোমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত ও অজানা। আদম ও তাহার সন্তানগণ আমার সিফাত ও গুণাবলীর বিকাশস্থল ও প্রকাশক হইবে এবং তাহাদের দ্বারা আমার গুণাবলীর বিকাশ ঘটিবে। এবং এই বিশেষত্বের পূর্ণতা অন্য কোন মখলুকের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। সেইজন্য আদমকে সৃষ্টি করা জরুরী, এবং খেলাফত-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

খেলাফতের উচ্চ পদমর্যাদা ঃ

কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতগুলিতে প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মানবতার চরম ও পরম বিশেষত্ব এই যে মানুষ যেন আল্লাহ্‌তায়ালার ঐশ্বরিক গুণাবলীর বিকাশস্থল ও তাহার রঙে রঙীন হইতে পারে। মানুষ যত পরিমাণে সেই রঙ নিজ চরিত্র-সত্তায় আহরণ ও ধারণে সক্ষম হয় তত পরিমাণে সে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে খেলাফতের মোকাম ও মর্যাদার অধিকারী হিসাবে নিরূপিত হয়। মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বাপেক্ষা সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হইতেছেন নবী-রসুলগণ। আর তাহারাই ফেলাফতের উচ্চাঙ্গীন পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তায়ালা নবীদিগকেও 'খলিফা' শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন : যেমন, 'ইয়া দাউদ ইন্না জায়ালনাকা খালিফাতান ফিল আরযে।" অর্থাৎ 'হে দাউদ

আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলিফরূপে নিযুক্তি করিলাম যাহাতে তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে পার।'

নবীগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষ খলিফা হিসাবে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। নবীগণের তিরোধানের পর সেই রব্বানী খেলাফতকে জারি ও অব্যাহত রাখার জন্য এক নবপদ্ধতিতে আর এক প্রকারের খেলাফত-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। নবীগণ এবং তাহাদের স্থলাভিষিক্ত খলিফাগণের কার্য্য ও লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন হইয়া থাকে। খলিফাগণ তাহারা সেই কাজের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হন যে কাজের ভিত্তি নবীগণের দ্বারা স্থাপিত হইয়া থাকে।

নবীগণের নিয়োগ সরাসরি হইয়া থাকে :

আরও কিছুটা স্পষ্ট ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যক্ত করা আবশ্যকীয় যে, নবীর নিয়োগ সরাসরিভাবে আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশে বলবৎ হইয়া থাকে। নবীর আবির্ভাবের সময়ে মানবজাতির মধ্যে এরূপ লোক বিদ্যমান থাকে না যাহার সত্যকারা সংস্কারক বা খলিফার নির্বাচন করিতে পারে। বরং আবহমান কাল হইতে মানব ইতিহাসের ধারায় এই অভিজ্ঞতাই চলিয়া আসিয়াছে যে, যখনই আল্লাহ্‌তায়ালা কোন মানুষকে নবী-রসুল হিসাবে দণ্ডায়মান করিয়াছেন তখনই সাধারণভাবে মানুষ তাহাকে হাসি-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে এবং সমসাময়িক উলেমা-সম্প্রদায়ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা ও তাহকির প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে অহঙ্কার ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা উলেমা সম্পর্কে বলিয়াছেন :

"ফালাম্মা জায়াতহুম রুসুলুহুম বিলবাইয়েনাতে ফারেহু বেমা ইন্দাহুম মিনাল ইলমে।"

(আল মুমেন : রুকু ৯)।

অর্থাৎ—"যখনই তাহাদের নিকট আমাদের রসুল আসিয়াছেন, তখনই ইহারা ইহাদের বাহ্যিক জ্ঞান ও জাহেরী এলেমের উপর ভিত্তি করিয়া অহংকার করিয়াছে এবং রসুলগণের প্রত্যাখ্যানে তৎপর হইয়াছে।'

খলিফাদের নির্বাচন মুমেনদের জামাতের মাধ্যমে :-

এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, নবীর নির্বাচন আল্লাহ্‌তায়ালা সরাসরি করিয়া থাকেন। নবী আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যক্ষভাবে মনোনীত খলিফা। নবীর পবিত্র জীবদ্দশায় তাঁহার হাত দিয়া মুমেনদের এরূপ একটি রুহানী জামাতের উদ্ভব ঘটে যাহারা তাহাদের প্রবৃত্তির বাসনা-কামনাকে আল্লাহ্‌র আদেশে জলাঞ্জলি দেয় এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ঐশী অভিপ্রায়কে সনাক্ত ও উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার অধিকারী হইয়া থাকে। সেইজন্য নবীর তিরোধানের পর সেই জামাতের অধিকতর রুহানী তরবিয়ত এবং নবীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণতা বিধানের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে তাহাদের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এই ব্যক্তি নবীর কার্যাবলী সম্পন্ন করার ও তাঁহার উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান

হইয়া থাকেন, এবং সমগ্র জামাতের সকল ব্যক্তির কর্তব্য হইয়া থাকে তাঁহার পূর্ণ এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করা। কেননা তিনি নবীর খলিফা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পরোক্ষভাবে মনোনীত খলিফা।

খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

কুরআন করীম ও আহাদিস হইতে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবীর ওফাতের পর তাঁহার জামাতের সংগঠন, সংহতি ও সংরক্ষণার্থে এবং শত্রুদের আক্রমণের জবাবদানের উদ্দেশ্যে খলিফাগণ নিয়োজিত হইয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজীদে মুমেনদিগকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন ঃ "ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস-তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস তাখলাফাল লাযিনা মিন কাবলে হিম, ওয়া লাইউ-মাক্কেনান্না লাহুম দ্বীনা হুমুল্লাযিরতাযা লাহুম ওয়ালাইউবাদ্দে লান্নাহুম মিন বা'দে খাওফে হিম আমনা ইয়াবুদুনানী লা ইউশরেকুনাবি শাইয়া ওয়া মান কাফারা বা'দা যালেকা ফাউলায়েকা হুমুল ফাসেকুন।" (সুরা নুর ঃ রুকু ৭)

অর্থাৎ 'তোমাদের সহিত আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদিকের মধ্যে খেলাফতের ধারা কায়েম করিবেন এবং উহা সেই রূপেই কায়েম হইবে যেরূপে কায়েম হইয়া আসিয়াছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে। এবং তিনি তোমাদের জন্য মনোনীত দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিবেন। তাহারা আমার এবাদত করিবে এবং কাহাকেও আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিবে না। ইহা (অর্থাৎ খেলাফতের সেলসেলা কায়েম হওয়া) সত্বেও যাহারা কুফর (অর্থাৎ ইহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা) করিবে তাহারা ফাসেক (পাপাচারী ও বিশ্বাসভঙ্গকারী) সাব্যস্ত হইবে।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা খেলাফত ব্যবস্থাকে মুসলিম উম্মতের জন্য এক মহান ও অসামান্য পুরস্কার হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং ঈমানদারী ও সৎকর্মশীলতার স্বর্গীয় সত্যায়ন ও পরিচয়পত্র রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। বস্তুত: খেলাফতের অবিদ্যমানতা প্রকৃত ঈমানদারী ও সৎকর্মশীলতা এবং উন্নতির অবক্ষয়ের প্রমাণ বহণ করে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা শুধু সত্যকার ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকেই খেলাফতের নেয়ামত দানের ওয়াদা দিয়াছেন। সত্যিকার ঈমান ও সৎকর্ম ব্যতীত এই নেয়ামত পাওয়া যায় না, এবং উহা সংরক্ষণ করাও যায় না।

যে-সকল মহান উদ্দেশ্য উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি একমাত্র খেলাফতের দ্বারাই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। অন্যথায় নহে। উক্ত আয়াতে খেলাফতে ইসলামীর চারটি গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে ঃ

(১) জামাতী সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা।

(২) সত্য ও বরহক দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী অবস্থায় লইয়া যাওয়া।

(৩) বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের মোকাবিলা করা এবং মুমেনদিগের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিণত করা।

(৪) আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদতকে সত্যিকার ও প্রকৃতরূপে কায়েম করা।

উক্ত চারটি উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেগুলি নবী-রসুলের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। এবং খেলাফত যেহেতু নবুওতের জন্য পরিশিষ্ট স্বরূপ হইয়া থাকে, যেমন হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—'মা কানাতেন নবুওয়াতু কাত্তো ইল্লা তাবেয়াতহা খেলাফাতুন' অর্থাৎ 'প্রত্যেক নবুওতের পরে পরেই (উহার পরিশিষ্ট হিসাবে) খেলাফত কায়েম হইয়াছে,' তদনুযায়ী খলিফাগণ নবুওতের কল্যাণ ও কার্যকে অব্যাহত রাখার ও পূর্ণ করার জন্য নবীর হাতে গঠিত প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জামাতের নির্বাচনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের দ্বারাই নবীর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেইজন্যই কুরআন ও হাদীসে সর্বত্র নবীদের পর নিয়োজিত খলিফাগণের সম্বন্ধে সুস্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে খলিফাগণকে আল্লাহ্‌তায়ালাই নিযুক্ত করেন এবং নিযুক্তির পর তাঁহারা আজীবন খলিফা পদে বহাল থাকেন; তাহাদের পদচ্যুতি কিছুতেই ঘটিতে পারে না। সেজন্যই হযরত উসমান (রাঃ)-এর প্রতি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কড়া নির্দেশ ছিল যে, "আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে যে পরিধান পরাইবেন উহা তুমি কিছুতেই খুলিয়া দিবে না।" হযরত উসমান (রাঃ) সেই পবিত্র নির্দেশটি শাহাদাত বরণ করিয়াও অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

খেলাফত নবুওতের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ এক ঐশী ও অপার্থিব নেয়ামত বা পদবি। যেমন কেহ নবী হওয়ার পর কখনও নবুওত হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না, তেমনি খলিফাও খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না; ইহ-জীবনেও না, মরনের পরপারেও না। সেজন্যই রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে—'আলাইকুম বেসুন্নাতি ওয়া সুন্নাতেল খোলাফায়ের রাশেদীনাল মাহ্‌দীয়িন"—অর্থাৎ তোমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে সদা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।"

খলিফাগণের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলী এবং তাঁহাদের আজীবন আল্লাহ্‌র দেওয়া ঐ পদে বহাল থাকার দ্বারা খেলাফতের গুরুত্ব ও যুগ খলিফার মোকাম ও মর্যাদা সুস্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়। সেই জন্যই মুমেনদের উপর ইহা ফরজ করা হইয়াছে যে, তাহারা যুগ-খলিফার ঠিক সেই ভাবেই এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে যেভাবে তাহারা নবীর এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিয়া থাকে।

[হযরত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

খলিফা, মুজাদ্দেদ ও নবীর আগমন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন ঃ

১। "হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "আমি কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ নই বরং আমি শেষ হাজার বৎসরের মোজাদ্দেদ।" অর্থাৎ আগামী এক হাজার বৎসর ব্যাপী আমার যামানা চলিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, 'আমার মৃত্যুর পর কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ নবুওতের তরীকায় খেলাফতের সেলসেলা জারী হইবে, যাহা কেয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফতের প্রতিষ্ঠান কায়েম হইয়াছে এবং এই খেলাফত মোজাদ্দেদ সুলভ জরুরী উপাদান ও উপকরণ সহ ইনশাআল্লাহুল আযীয বিরতিহীন ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। সেই জন্য অতঃপর এইরূপ মোজাদ্দেদের প্রয়োজন বাকী নাই, যিনি খেলাফতের উর্ধে হইবেন।"

[বাংলাদেশ জামাতের নামে হুজুরের পয়গাম হইতে উদ্ধৃত, ১৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং পাক্ষীক আহমদী দ্রষ্টব্য]

২। 'তিনি (হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী) শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং শেষ এক হাজার বৎসরকালেরও মুজাদ্দিদ। কিয়ামত পর্যন্ত যে শতাব্দী সমূহ আসিবে তদবধি তাঁহার তজদীদে-দ্বীন বা ধর্ম সংস্কার এবং ইসলাম প্রচারের কাজ বিস্তৃত থাকিবে। সে জন্য তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরে আর কোন ইমাম নাই এবং কোন মসীহও নাই, একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যিনি তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে আগমন করেন। তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যদি কেহ মনে করে যে সে স্বতন্ত্র রূপে নেয়ামত ও রহমত-রাজি হাসিল করিতে পারিবে, তাহা হইলে সে ভ্রমে নিপতিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এই মোকাম ও মর্যাদা 'ফানা ফির রসুল' (অর্থাৎ হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম ও পায়রবীতে আত্মবিলীন) হওয়ার জন্যই হাসেল হইয়াছে। (আল-ফজল হইতে অনুদিত ও পাক্ষিক 'আহমদী-এর ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৮ইং সংখ্যায় প্রকাশিত)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

৩। "আখেরী জামানার নবী" একটি পদ (Term), যাহার অর্থ এই যে তাঁহার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে কাহারও নবুওতের দর্জা হাসিল হইতে পারে না। এখন এমন কোন নবী আসিতে পারে না যে বলে যে, সে সরাসরি রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া নবী হইতে পারিয়াছে। (কেননা) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিতেছেন যে, তাঁহার অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে কাহারও 'কুরবে-এলাহী' হাসিল হইতে পারে না। সুতরাং (ভবিষ্যতে যদি কোন নবী ও হয় তাহার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আঃ -এর উপর ঈমান আনা জরুরী হইবে।"

[আল-ফজল (কাদিয়ান) ২রা মে ১৯২৩ ইং ; গোলাম আহমদ পারভেজের লিখিত 'খতমে নবুওত আওর তাহ্রীকে আহ্মদীয়াত' পুস্তকের 'জবাবে নিজারত ইশায়াত ও তসনীফ'-এর পক্ষ হইতে প্রকাশিত পুস্তক 'তাবসেরা' দ্রষ্টব্য।] (ক্রমশঃ)

— আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল- কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফের নাল মুফতারিযীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor